মঙ্গল গ্রহ।

(১)

আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন, যখন অল্পায়াসেই "গেজেটে" ছাপার অক্ষরে আপনার নামটি দেখিলেন তখন আপনার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, বিশেষতঃ যাঁহারা থার্ড ডিভিসনে পাশ করিয়াছেন। যখন বাবার বন্ধুগণ, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে, কোন ডিভিসন্ হ'ল?" আমি তখন হাসিহাসি মুখে উত্তর দিব না গম্ভীরভাবে উত্তর দিব ঠিক করিতে না পারিয়া গম্ভীর-হাসি হাসিয়া উত্তর দিলাম—"আজ্ঞে, এই এক নম্বরের জন্যে থার্ড ডিভিসন হ'য়ে গেছে।" কারণ দুই টাকা খরচ করিয়া নম্বর আনিয়া দেখিয়াছিলাম যে আর একটি নম্বর কম হইলেই আমাকে College-Student হইবার জন্য আরও একটি বৎসর অপেক্ষা করিতে হইত! কিন্তু যখন কলেজে ভর্ত্তি হইতে গেলাম তখন আমার এ চালাকী খাটিল না।

"আপনাদের একখানা Application Form পেতে পারি?"

"ফি, এনেছেন? কোন্ ডিভিসন্?"

(জনান্তিকে) "থার্ড"

নাসিকা-কুঞ্চন পূর্ব্বক "সায়েন্স্! না আর্টস্?"

আমি বলিলাম "সায়েন্স্"

"সায়েন্সে ত' সীট্ নেই?"

(স্বগতঃ) "সীট্ নেই ত' আর ডিভিসন্টা জিজ্ঞাসা না করলেই হ'ত।"

তারপর এই অধম-তারণ কলেজে ঢুকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি "I will make——College first." বল্‌তে ভুলে গেছি I am a member of the Institute, and a candidate for under-secretaryship."

(২)

এখন Professor আমাকে Sir, gentleman, my friend ইত্যাদি সম্বোধন ক'রে থাকেন—এবং class-friends 'আপনি' না বল্‌লে চ'টে যাই। একখানা খাতার বেশী 'বই' আনাটাকে বাঙ্গালের লক্ষণ বলে মনে করি।

ক্লাসের বাহিরে যাইবার জন্য অনুমতির দরকার হয় না, সেইজন্য আমারও প্রায়ই বাহিরে যাইবার দরকার হয়। নাম ডাকার সময়ে উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে প্রফেসারের সাম্‌নে একটি স্লিপ দিয়া আসি। প্রফেসার ক্লাসে ঢুকিবার পর জুতা মস্ মস্ করিয়া ঢুকি এবং শেষের বেঞ্চে গিয়া বসি, তাহাতেও যদি সকলের নজর আমার দিকে আকৃষ্ট না হয়, তবে পকেট হইতে এসেন্স মাখান রুমালটী বাহির করিয়া হাওয়া করি। সস্তায় বাবুগিরি করিবার আশায় তিন টাকা দিয়া একজোড়া 'Keds' এবং দুই টাকা দিয়া এক জোড়া 'নাগরাই' কিনিয়াছি। চোখই যদি খারাপ না হইল তবে আর 'পাশ' করিলাম কি? নূতন ফ্যাসান অনুযায়ী একজোড়া চশমা কিনিলাম তাহার ডাল-জোড়া দিয়া দরকার হইলে মারামারি করাও চলে। সেটি চোখে দিয়া যখন আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলাম তখন এক ঝাঁকড়া চুলের নীচে একজোড়া গরুর গাড়ীর চাকার ন্যায় গোল কাচ ব্যতীত আর কিছুই আমার গোচরীভূত হইল না। একদিন দেখি একদল ছাত্র পান ওয়ালার দোকানের সম্মুখে বসিয়া সিগারেট টানিতেছে, আমি গিয়া বহু কষ্টে পাঁচ ছয়টি কাঠি নিভিবার পর একটি সিগারেট ধরাইয়া টানিতে গিয়া বিষম কাসিতে লাগিলাম, তখন তাহারা হাসিতে লাগিল, মনে মনে বলিলাম "ভগবতি! বসুন্ধরে—" সেই দিন হইতে—ও রসে বঞ্চিত দাস।

(৩)

বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়াইবার পূর্ব্বে অধ্যাপক মহাশয় পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের উন্নতি বিষয়ে একটি গভীর বক্তৃতা দিলেন। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, নিত্য নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, নূতন নূতন আবিষ্কারের জন্য পাশ্চাত্য বাসীরা কিরূপ অকাতরে প্রাণ দিতেছে—আর আমাদিগের দেশের প্রাচীন বিজ্ঞানের কিরূপ অবনতি হইয়াছে। তাহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিতেছে Mount Everestএ আরোহণ করিবার জন্য, আর আমাদের এ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে কোনও কৌতূহল হয় না। এমন কি অপর সকল বিষয়ে আমরা তাহাদের অনুকরণে পটু হইলেও এ বিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নাই। রামায়ণে পুষ্পকরথের উল্লেখ থাকায় মহর্ষি বাল্মিকীকে গঞ্জিকাসেবী আখ্যা দিয়াছি, আর পাশ্চাত্য-সভ্যতা এখন নূতন Aeroplane আবিষ্কার করিতেছে। হায়! হায়! আমাদের এতদূর অব-

নতি হইয়াছে! ভারতের অতীত ইতিহাসের উদ্ধার করিবে কে? ঐ যে শীর্ণ কায় Universityর বৃত্তিভোগী "ভালো ছেলের দল" বসিয়া আছে উহারা? না, না উহারা বঙ্গ মাতার কুসন্তান—

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে;
দাও সবে গৃহ ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।

সে কাজ করিবার জন্য চাই আমার মত ডান্‌পিটে ছেলে। পাশ্চাত্য বাসীরা এখন অপরাপর 'গ্রহের' সহিত ভাবের আদান প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছে আর আমরা? উঃ। অথচ একদিন ছিল যখন গ্রীন্ উইচ ছিলনা, ছিল আমাদের "কাশী"। আমাদের 'ভারত' যখন সভ্যতার পূর্ণ আলোকে আলোকিত ছিল, তখন উহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা Darwinএর মত বৃক্ষশাখায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত—ভাবিতে ভাবিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, প্রতিজ্ঞা করিলাম—

"আমরা ঘুচাব মা' তোর দুঃখ কালিমা।"

(৪)

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার অবাধ্য মনটিকে নীরস Trigonometryর "কস্‌থিটার" ভিতর প্রবেশ করাইবার জন্য টানা হেঁচ্‌ড়া করিতে ছিলাম, তখন ডিনি যে কোন ফাঁকে স্বদেশ উদ্ধারে মাতিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি টেরও পাই নাই। বিশ্বকবি তুমিই সত্য, দেশকে উন্নতি করিতে হইলে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া বা নন্-কো-অপারেশন করিয়া স্বরাজ-লাভ হইবে না। তুমি ভাবের রাজ্যে বান ডাকাইয়াছ, আমি তাহাতে বিজ্ঞানের ঝড় উঠাইয়া দিব।

এঁ্যা, হ্যাঁ, এত চেষ্টা করিয়াও তোমরা মঙ্গল গ্রহে যাইতে পারিলে না—আচ্ছা আমি—আমি যেন একটা Aeroplaneএ উঠিলাম যদি মাথা ঘোরে সেইজন্য সামনের টেবিলের উপর হাতটা রাখিয়া তাহার উপর মাথা রাখিলাম—তার পর উঠিতেছি উঠিতেছি, ক্রমেই উঠিতেছি, চোখের সাম্‌নে পৃথিবীটা অন্ধকার হইয়া গেল, চোখটা আপনিই বুজিয়া গেল, যেন একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল—ভাবিলাম বুঝি এত উপরে উঠিয়া oxygenএর অভাব ঘটিতেছে—ঘটুক "কর্ম্মের সাধন কিম্বা শরীর পতন"; যদি পারি জগতে

একটা অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাব, আর যদি পড়ি একটা জলন্ত উল্কার মত গিয়ে পৃথিবীতে পড়ব। তারপর সমস্ত শরীর অবশ হইয়া গেল, চেষ্টা করিয়াও আর হাত পা নাড়িতে পারিনা, মুখ দিয়া লালা গড়াইতে লাগিল, ভাবিলাম পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির বুঝি এইখানেই শেষ হইয়াছে—আর একটু পরেই মঙ্গল-গ্রহের আকর্ষণে গিয়ে পড়িব তখন আমি অনায়াসেই তথায় পৌঁছিতে পারিব ভাবিয়া প্রাণটা লাফাইয়া উঠিল। তারপর, তারপর আমার মস্তকের সম্মুখভাগের লম্বা লম্বা চুলগুলিতে একটি প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করিয়া চোখ মেলিয়া দেখি সম্মুখে আমার চুলের মুটি হস্তে দণ্ডায়মান শ্রীমান্ ছোড়দা! "এই তোমার পড়া হ'চ্ছে? বাঁদর ছেলে বই হাতে ক'রে যদু-পণ্ডিতের মত ঘুমুচ্ছিস্" বলিয়াই আমার গণ্ডদেশের উপর বিরাশী শিক্কা ওজনের একটি চড়। আপনারা হইলে বোধ হয় এই ফাঁকে মানব-চক্ষুর অগোচর সরিষা-পুষ্প দেখিয়া লইতেন—আমি কিন্তু সেই চড় খাইয়া মঙ্গল গ্রহে যাহা কিছু দর্শনীয় ছিল সকলই দেখিতে লাগিলাম।

Sailesh Chandra Sen
1st year Class No 359.
Bangabasi College.